54

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 25.DE.. 1998 ...
পৃষ্ঠা: কলাম: 4

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং-স্বা:অধি:/চি:শি:/ভর্তি-৯৮/১০৮ তারিখ : ২২/১২/৯৮

বিষয় : ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি।

১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের ১৩টি সরকারী মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে :

১। ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে :

ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

খ) বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড/মাদ্রাসা বোর্ড অথবা দেশের বাহিরের যে কোন স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন গ্রুপে এসএসসি/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষা এবং পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যাসহ এইচএসসি/আলীম বা সমমানের পরীক্ষায় কোন তৃতীয় বিভাগ ছাড়া উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১৩০০ নম্বর (এসএসসি/দাখিল এবং সমমানের পরীক্ষায় অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বাদে) পেতে হবে এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিদ্যায় (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক আলাদাভাবে) পাস নম্বর থাকতে হবে।

গ) যে সব প্রার্থী ১৯৯৫ সালের পূর্বে এসএসসি এবং ১৯৯৭ সালের পূর্বে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারা আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

২। ক) দেশের ১৩টি মেডিকেল কলেজে সর্বমোট ১৪৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী নিম্নোক্তভাবে ভর্তি করা হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও রংপুর মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ১৫০ জন করে এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, খুলনা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, বগুড়া মেডিকেল কলেজ ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ৫০ জন করে সর্বমোট ১৪৫০ জন।

খ) পার্বত্য জেলা রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের প্রার্থীদের জন্য ১২টি (প্রত্যেক জেলায় ৩ জন উপজাতীয় ও ১ জন অ-উপজাতীয়), বৃহত্তর সিলেট জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি ও অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টিসহ সর্বমোট ১৬টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে। তাদেরকে অন্যান্য সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের মত একই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে, তবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১২০০ নম্বর (এসএসসি/দাখিল এবং সমমানের পরীক্ষায় অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বাদে) পেলে আবেদন করতে পারবে এবং একই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে নিজ জেলার ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধান (উপজাতীয় প্রার্থীদের বেলায়) হতে জেলা গোত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সাথে দিতে হবে।

গ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৩০টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে। এই সমস্ত প্রার্থীদেরও একই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১৩০০ নম্বর (এসএসসি/দাখিল এবং সমমানের পরীক্ষায় অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বাদে) পেতে হবে। তাদেরকে তাদের পিতা/মাতার মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার স্বপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান অথবা আহ্বায়কের স্বাক্ষরে এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টার প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত সনদপত্র আবেদন পত্রের সহিত দাখিল করতে হবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলিতেও সম্পূর্ণ মেধা ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৩। ভর্তির জন্য চূড়ান্ত নির্বাচন নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে করা হবে- ক) ভর্তির লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ পদ্ধতি)

(পদার্থ-৩০, রসায়ন-৩০, জীববিদ্যা-৩০, ইংরেজী-১০)	= ১০০ নম্বর
খ) এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪% = ৪০ এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬% = ৬০	= ১০০ নম্বর
	সর্বমোট = ২০০ নম্বর

লিখিত পরীক্ষার নির্ধারিত সময় : এক ঘন্টা।

৪। প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর সমান হলে এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে। তাও যদি সমান হয় জীববিদ্যায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে।

৫। ক) অনুচ্ছেদ ২(ক) তে বর্ণিত মোট ১৪৫০টি আসনের ৬০% (অর্থাৎ ৮৭০টি আসন) জাতীয় মেধা ভিত্তিতে, বাকি ৪০% (অর্থাৎ ৫৮০ টি আসন) ৬৪টি জেলার জনসংখ্যাভিত্তিতে কোটা অনুযায়ী জেলা মেধাভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

খ) জেলা কোটার দাবির ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে উল্লেখিত জেলাই যে প্রার্থীর স্থায়ী জেলা তা স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/পৌরসভার চেয়ারম্যান ব অনুমোদিত কর্মকর্তা/স্থানীয় থানা নির্বাহী অফিসার/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

৬। ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি মেধা এবং প্রার্থীর দেওয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন তা নির্ধারণ করা হবে। আবেদনপত্রে নির্দিষ্ট কলামে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে চান তা পছন্দের ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে। যদি প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে না চান, তবে সেই ঘরে (×) চিহ্ন দিবে অথবা ঘর খালি রাখবে।

৭। ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষাকরণ ও ফলাফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। উত্তর-পত্র পরীক্ষাকরণ ওএমআর মেশিনে হবে। ওএমআর (O.M.R) মেশিনে পরীক্ষাকৃত প্রাপ্ত নম্বর কোন কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তবে পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আপত্তি থাকলে ফল প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক, মেডিকেল এডুকেশন ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকার অনুকূলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়ে স্বীয় পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীর উত্তর-পত্র নিরীক্ষা করার পর নিরীক্ষার ফলাফল আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে।

৮। বিভিন্ন বোর্ড হতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য তাদের পছন্দমত যে কোন মেডিকেল কলেজ হতে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ঐ কলেজে জমা দিতে পারবে, তবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে শুধুমাত্র ঢাকা বোর্ড হতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন পত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে। ঢাকা বোর্ড হতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছা করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাড়া তাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন মেডিকেল কলেজে হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে।

৯। ক) ভর্তির আবেদনপত্র ২০/- (কুড়ি) টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মেডিকেল কলেজ হতে সংগ্রহ করা যাবে। যে কলেজ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সে কলেজে আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা (অফেরতযোগ্য) সেন্টার ফিসহ জমা দিতে হবে।

খ) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত দলিল সংযুক্ত করতে হবে :

১) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষাদ্বয়ের মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি।

২) স্থায়ী জেলা সম্বন্ধে ৫(খ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩) তিন কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ফটো।

৪) পার্বত্য জেলা ও উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের জন্য নিজ জেলার ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধানের (উপজাতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে) সার্টিফিকেটের কপি।

৫) মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থীদের পিতা/মাতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ২-এর (গ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

গ) অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য সংবলিত আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ/উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোন ভুল তথ্য পাওয়া গেলে তাহার পরীক্ষা/ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের পরে কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঘ) আবেদনপত্রের নির্ধারিত কলামে স্বীয় জেলার নাম পরিবর্তনের ও ভর্তির জন্য কলেজ পছন্দের ক্রম পরিবর্তনের কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের সময় জাতীয় মেধা ও জেলা কোটার ভিত্তিতে নির্বাচিত ১৪৫০ জন এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনসহ সর্বমোট ১৪৮০ জনের তালিকা জানিয়ে দেওয়া হবে। একই সাথে ২৫০ জনের মেধা ভিত্তিক অপেক্ষমাণ তালিকাও প্রকাশ করা হবে। ভর্তির নির্দিষ্ট শেষ তারিখে যেসব আসন শূন্য থাকবে, তা অপেক্ষমাণ তালিকা হতে মেধা ও কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। অপেক্ষমাণ তালিকা হতে শূন্যস্থান পূরণের পূর্বে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের মেধা ও পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হবে তবে দুবারের বেশী এই সুযোগ থাকবে না।

১১। নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ততার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হবে। ভর্তির পূর্বে কলেজ অফিসে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট ও দলিলপত্রের মূল কপি অবশ্যই জমা রাখতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর নির্বাচন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ক) এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল সার্টিফিকেট।

খ) এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের মূল প্রভিশনাল সার্টিফিকেট অথবা টেস্টিমোনিয়াল।

গ) জেলা সংক্রান্ত মূল সার্টিফিকেট।

ঘ) এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষাদ্বয়ের মূল মার্ক সার্টিফিকেট

ঙ) পার্বত্য জেলা ও উপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনের জন্য ২(খ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধানের সার্টিফিকেটের মূল কপি।

চ) মাতা/পিতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ২(গ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সনদ পত্রের মূল কপি।

১২। ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাকালীন সময়ে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে অভিপ্রায়ন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

১৩। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের পর সকল সরকারী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তর হতে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। এবং সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ করার শেষ তারিখ মঙ্গলবার ১২ই জানুয়ারি ১৯৯৯ইং এবং ভর্তির লিখিত পরীক্ষা শুক্রবার ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ইং তারিখ সকাল ৯-০০ ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় ২বি পেনসিল ও উন্নতমানের ইরেজার এবং সার্পনার সঙ্গে আনতে হবে।

১৪। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে জানা যাবে।

অধ্যাপক শাহ মনির হোসেন
পরিচালক
চিকিৎসা শিক্ষা স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডিএফপি-২৭০৩১-২৩/১২/৯৮ (২১´´×২)
ডি/স-২৫৫৮/৯৮